দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... MAY 26 1999

কবি নজরুলের জন্ম শতবার্ষিকী

জাতীয় কবির অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধে উজ্জীবিত হয়ে মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অঙ্গীকার

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

জাতীয় কবির অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধে উজ্জীবিত হয়ে মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে গতকাল মঙ্গলবার নজরুল জন্মশতবার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে। কবির মাজারে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান, স্মৃতিসৌধের ভিত্তি স্থাপন, আলোচনা, সঙ্গীত ও নৃত্যের মধ্য দিয়ে জাতীয় কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। নানা কর্মসূচীতে দিনটি হয়ে ওঠে উজ্জ্বল।

শোষিত বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের কবি, সংগ্রাম-স্বাধীনতা-বিদ্রোহের কবি, প্রেম-প্রকৃতির কবি নজরুলের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় বছরব্যাপী যে অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে। গতকাল ছিল তার সমাপ্তি দিবস। জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় পর্যায়ে নজরুল

(শেষ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

জাতীয় কবির অসাম্প্রদায়িক

(প্রথম পাতার পর)

জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন কমিটি ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সকালে বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন কবির মাজারে কবিপ্রেমিকদের ঢল নামে। কবির মাজারের স্মৃতিসৌধ স্থাপনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়াও বিভিন্ন সংগঠন আলোচনাসভা, সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এ উপলক্ষে পত্রপত্রিকাগুলো বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে।

মূল অনুষ্ঠান

জাতীয় কবির জন্মশতবার্ষিকীর মূল অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমাদের সকল সঙ্কট-সংশয়ে সংগ্রামের দুর্গমপথে কবি নজরুল অনুপ্রেরণার অনন্ত উৎস। তিনি বাঙালী জাতিকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান করে এক বীরযোদ্ধা জাতিতে পরিণত করেছেন। যতদিন পদ্মা-মেঘনা-যমুনা-সুরমা বিধৌত বাঙালী জাতি থাকবে, ততদিন তিনি অমর-অক্ষয় হয়ে থাকবেন।

প্রধানমন্ত্রী গতকাল মঙ্গলবার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নজরুল জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মুহম্মদ আজিজুর রহমান। শুভেচ্ছা বক্তৃতা করেন প্রফেসর আনিসুজ্জামান, প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, প্রফেসর রফিকুল ইসলাম, কবি-নাতনী খিলখিল কাজী। ভাষণ দেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। ধন্যবাদ জানান মুহম্মদ নুরুল হুদা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিকামী বাঙালী জনতার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল তাঁর কালজয়ী সব কবিতা ও গান। তাঁর অমরবাণী 'বাংলার জয় হোক' বাঙালীর জয় হোক' বাংলা ও বাঙালী জাতিসত্তাকে জাগিয়ে তুলেছিল। জাগিয়েছিল বাঙালী ঘুমন্ত শক্তিকে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নজরুলের 'জয় বাংলা' ধ্বনির মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন বাংলার বিদ্রোহী মানসকে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির জনকের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও আগ্রহে অসুস্থ কবিকে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়। জাতির জনক জাতীয় মর্যাদা দিয়ে কবি ও কবি পরিবারের চিকিৎসা, ভাতা, আবাসনসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করেন। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় কবির অসাম্প্রদায়িক মানবিক চেতনায় সকলকে উজ্জীবিত হওয়ার আহ্বান জানান।

প্রফেসর আনিসুজ্জামান বলেন, কবি নজরুল সমকালীনতাকে ধারণ করে কালোত্তর হয়েছেন। তাঁর বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি একটি অভিধায় চিহ্নিত করা কঠিন।

প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বলেন, আমাদের জাতীয় সঙ্কটকালে, এমনকি মুক্তিযুদ্ধে তাঁর কবিতা ও গান সঞ্জীবনী সুধা হিসাবে কাজ করেছে। এই অনুপ্রেরণার ধারা আজও বহমান।

অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বলেন, কবি নজরুল আমাদের জাতীয় কবি। আমাদের বিস্মৃত জাতিসত্তার নব জাগরণের নকীব ও জাতীয় জাগরণের কবি।

কবি-নাতনী খিলখিল কাজী বলেন, বাংলাদেশে নজরুল চর্চা ও বিপুল আয়োজন দেখে আমার সমস্ত হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠেছে।

অনুষ্ঠানে কবি সুফিয়া কামালের বাণী পড়ে শোনান কবিকন্যা সাঈদা কামাল। ঐ বাণীতে তিনি বলেন, নজরুল অমৃতের সন্তান, তিনি চিরঞ্জীব। আল্লাহ তাঁকে দুঃখের দহনে দহন করে টেনে নিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় ভারপ্রাপ্ত সংস্কৃতি সচিব মুহম্মদ আজিজুর রহমান বলেন, নিপীড়িত মানুষের কবিকে বাংলাদেশে নিয়ে এসে জাতির জনক আমাদের চিরঋণে আবদ্ধ করে গেছেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নজরুল সঙ্গীত পরিবেশন করেন বর্ষীয়ান শিল্পী সোহরাব হোসেন ও ফিরোজা বেগম। 'অঞ্জলী লহো মোর' শীর্ষক নৃত্য পরিবেশন করেন

নজরুলের মাজারে প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধাঞ্জলি —জনকণ্ঠ

জাতীয় কবির *(১২-এর পাতার পর)*

আবদুর রাজ্জাক, বেগম মতিয়া চৌধুরী, সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, ওবায়দুল কাদের, জিন্নাতুন্নেসা তালুকদার, আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য আমির হোসেন আমু প্রমুখ। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে পৃথকভাবে মাজারে পুষ্পমাল্য প্রদান করা হয়। ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরীসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনগুলো এ উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে। সকালে বিরোধীদলীয় উপনেতা অধ্যাপক একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরীসহ উর্ধতন নেতৃবৃন্দ কবির মাজারে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। পৃথক পৃথকভাবে পুষ্পস্তবক প্রদান করেন জাতীয়তাবাদী কৃষকদল, যুবদল, মহিলা দল, জাসাস, ছাত্রদল, স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতৃবৃন্দ।

কবির মাজারে পুষ্পস্তবক প্রদানসহ আলোচনাসভার মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানায় বাংলা একাডেমী, নজরুল ইনস্টিটিউট, নজরুল একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, কলাকুঞ্জ, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট, বাল্যশিক্ষা, দক্ষিণ বাংলা যুব কল্যাণ সমিতিসহ আরও অনেক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান।

উদীচী

বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী 'নজরুল সাহিত্যে সাম্যভাবনা' শীর্ষক এক সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ডঃ গোলাম মহিউদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রবন্ধ পড়েন রতন সিদ্দিকী। আলোচনায় অংশ নেন সৈয়দ হাসান ইমাম, মাহমুদ সেলিম, নিরঞ্জন অধিকারী প্রমুখ।

নজরুল জন্মশতবার্ষিকীতে ওসমানী মিলনায়তনে সঙ্গীত পরিবেশনা —জনকণ্ঠ

কবির মাজার

এদিকে সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন জাতীয় কবির মাজারে কবিপ্রেমীদের ঢল নামে। বিভিন্ন সংগঠনের ব্যানারে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা মাজারে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানায়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাজারে স্মৃতিসৌধের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং পুষ্পমাল্য প্রদান করে কবির আত্মার মাগফিরাত কামনায় ফাতিহা পাঠ করেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ সদস্য আবদুস সামাদ আজাদ, জিল্লুর রহমান,

(২- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

শিবলী মোহাম্মদ ও শামীম আরা নীপা। অনুষ্ঠানে শতকণ্ঠে সঙ্গীত, আবৃত্তি এবং কবিপুত্র মরহুম সব্যসাচীর কণ্ঠে বিদ্রোহী কবিতার সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী পুরো অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।